ধ্রুবো ভ্রাতৃবধং শ্রুত্বা কোপামর্ষ শুচার্পিতঃ। জৈত্রং স্যন্দনমাস্থায় গতঃ পুণ্যজনালয়ং ॥ ৪ ॥
গত্বোদীচীং দিশং রাজা রুদ্রানুচরসেবিতাং। দদর্শ হিমবদ্দ্রোণ্যাং পুরীং গুহ্যকসঙ্কুলাং ॥ ৫ ॥
দধ্মৌ শঙ্খং বৃহদ্বাহুঃ খং দিশশ্চানুনাদয়ন্। যেনোদ্বিগ্নদৃশঃ ক্ষত্তরুপদেব্যোঽত্রসন্ ভৃশং।
ততো নিষ্ক্রম্য বলিন উপদেব মহাভটাঃ। অসহন্তস্তন্নিনাদমভিপেতুরুদায়ুধাঃ ॥ ৬ ॥
স তানাপততো বীরানুগ্রধন্বা মহারথঃ। একৈকং যুগপৎ সর্ব্বানহন্ বাণৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
তে বৈ ললাটলগ্নৈস্তৈরিষুভিঃ সর্ব্ব এবহি। মত্বা নিরস্তমাত্মানমাশংসন্ কর্ম্ম তস্য তৎ ॥ ৭ ॥
তেপি চামুমমৃষ্যন্তঃ পাদস্পর্শমিবোরগাঃ। শরৈরবিধ্যন্ যুগপৎ দ্বিগুণং প্রচিকীর্ষবঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

কোপামর্ষ শুচাং দ্বন্দ্বৈক্যং তেনার্পিতো ব্যাপ্তঃ। জৈত্রং জয়হেতুং পুণ্যজনালয়ং অলকাং ॥ ৪ ॥
রুদ্রানুচরা ভূতাদয়ঃ ॥ ৫ ॥
দধ্মৌ বাদিতবান্। যেন শঙ্খবাদনেন। হে ক্ষত্তঃ উপদেব্যো যক্ষস্ত্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥
একৈকং ত্রিভিস্ত্রিভিঃ। ইত্যেবং সর্ব্বান্ ত্রয়োদশাযুতানি যক্ষান্ যুগপদহন্ জঘান ॥ ৭ ॥
তেপি তৎকর্ম্মাসহমানা অমুমবিধ্যন্। দ্বিগুণং যথা ভবতি। ষড়্ভিঃ ষড়্ভিঃ প্রতিকর্ত্তুমিচ্ছবঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

অর্পিতো ব্যাপ্তঃ ॥ ৪। ৫ ॥
উপদেব্যো যক্ষস্ত্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥
আশংসন্ মনসা সম্যক্ তুষ্টুবুঃ ॥ ৭ ॥
দ্বিগুণং যথাস্যাত্তথা ষড়্ভিঃ ষড়্ভিঃ প্রতিকর্ত্তুমিচ্ছবঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর ধ্রুব যখন শুনিতে পাইলেন একটা যক্ষ ভ্রাতার প্রাণ বধ করিয়াছে, তখন কোপ, অক্ষমা, এবং শোকব্যাপ্ত হইয়া জয়শালি রথে আরোহণ পূর্ব্বক যক্ষদিগের ভবনাভিমুখে অর্থাৎ অলকাপুরীর প্রতি যাত্রা করিলেন ॥ ৪ ॥

উত্তর দিকে গমন করিলে, হিমালয়ের উপত্যকায় রুদ্রানুচর ভূতগণে সেবিত এবং গুহ্যক সকলে সঙ্কুল এক পুরী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ৫ ॥

তিনি ঐ পুরীর সমীপে উপস্থিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন, তাহাতে অন্তরীক্ষ ও দিক্ সকল হইতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। বৎস বিদুর! ঐ শঙ্খ নিনাদে যক্ষস্ত্রীগণ উদ্বিগ্ন দৃষ্টি হইয়া সাতিশয় ত্রাসিত হইয়াছিল। যক্ষসেনাগণ মহাবল পরাক্রম, তাহারা ঐ শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া সশস্ত্র হইয়া নির্গত হইল এবং স্ব স্ব আয়ুধ উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া আসিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

মহা ধনুর্দ্ধর ধ্রুব তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া এক এক জনকে তিন তিন বাণ দ্বারা আঘাত করত এক কালীন সকলকেই বিদ্ধ করিলেন। যক্ষসৈন্যগণ ললাট লগ্ন ঐ সকল বাণ দ্বারা আপনাদিগকে পরাজিত মানিয়া তাঁহার ঐ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

পরন্তু যেমন সর্পগণ পাদস্পর্শ সহিতে পারে না অর্থাৎ কেহ চরণ দ্বারা স্পর্শ করিলে রোষাবিষ্ট হইয়া উঠে তাহার ন্যায়, যক্ষসেনারাও ধ্রুবের ঐ বাণ বর্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। অতএব দ্বিগুণতর তাঁহার প্রতি হিংসা করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রত্যেকে ছয় ছয়টা বাণদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ প্রাস শূল পরশ্বধৈঃ। শক্ত্যৃষ্টিভির্ভুষণ্ডীভিশ্চিত্রবাজৈঃ শরৈরপি।
অভ্যবর্ষন্ প্রকুপিতাঃ সরথং সহ সারথিং। ইচ্ছন্তস্তৎ প্রতীকর্ত্তুমযুতানাং ত্রয়োদশ ॥ ৯ ॥
ঔত্তানপাদিঃ স তদা শস্ত্রবর্ষেণ ভূরিণা। নো এবাদৃশ্যত চ্ছন্ন আসারেণ যথা গিরিঃ ॥ ১০ ॥
হাহাকারস্তদৈবাসীৎ সিদ্ধানাং দিবি পশ্যতাং। হতোঽয়ং মানবঃ সূর্য্যো মগ্নঃপুণ্যজনার্ণবে ॥ ১১
নদৎসু যাতুধানেষু জয়কাশিষ্বথো মৃধে। উদতিষ্ঠদ্রথস্তস্য নীহারাদিব ভাস্করঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

চিত্রবাজৈশ্চিত্রপক্ষৈঃ ॥ ৯ ॥
ধারাসম্পাতেন ছন্নো গিরিরিব নৈবাদৃশ্যত ॥ ১০ ॥
সূর্য্যতুল্যঃ ॥ ১১ ॥
যাতুধানেষু রাক্ষসেষু জয়কাশিষু জিতং জিতমিতি জয়প্রকাশকেষু সৎসু ॥ ১২ ॥
ব্যধমৎ সংচূর্ণয়ামাস ॥ ১৩ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ততঃ পরিঘেতি যুগ্মকং ॥ ৯। ১০ ॥
পুণ্যজনেনেত্যাদিকং দৈত্যদানববৎ যক্ষ রক্ষসোরভেদনির্দ্দেশাৎ হতঃ প্রতিবদ্ধঃ মনোহতঃ প্রতিহতঃ প্রতিবদ্ধো হতশ্চ স ইত্যমরঃ হতোঽয়মিত্যত্র হন্তেতি চিৎসুখঃ ॥ ১১ ॥
নীহারাদিব ভাস্কর ইতি তদ্বচ্ছক্ত্যৈব তদতিক্রমো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২। ১৩। ১৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

চিত্রবাজৈ র্বিচিত্রপক্ষৈঃ ॥ ৯ ॥
আসারেণ ধারাসম্পাতেন ছন্নোগিরিরিব নৈবাদৃশ্যত ॥ ১০ ॥
সূর্য্যঃ সূর্য্যতুল্যঃ পুণ্যজনার্ণব ইতি তেষাং সরস্বত্যা ধ্রুবস্য কোপি নাপকারোঽভূদিতি ব্যজ্যতে নহ্যর্ণবে মগ্নস্য সূর্য্যস্য কিমপি কষ্টং ভবেদিতি ॥ ১১ ॥
জয়কাশিষু জিতং জিতমিতি স্বজয়প্রকাশকেষু সৎসু ॥ ১২ ॥

তদনন্তর তের অযুত সেনা একেবারে কুপিত হইয়া আসিল এবং পরিঘ (অস্ত্র বিশেষ) নিস্ত্রিংশ ভুষণ্ডী ও বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট শর তাঁহার সারথি এবং তদীয় রথের প্রতি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব ঐ রূপ ভূরি ভূরি শস্ত্র বর্ষণে এমত আচ্ছন্ন হইলেন যে ধারাপতনে আচ্ছন্ন পর্ব্বত যেমন অদৃশ্য হয় তাহার ন্যায়, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না ॥ ১০ ॥

এই সময় সিদ্ধগণ স্বর্গে থাকিয়া যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহারা ঐ ব্যাপার দর্শনে এই বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, হায়! এই সূর্য্যতুল্য অতি তেজস্বী মানব ধ্রুব যক্ষসৈন্য সাগরে পতিত হইয়া মগ্ন হইল ॥ ১১ ॥

অনন্তর রাক্ষসেরা যুদ্ধে "জয় করিলাম, জয় করিলাম" এই বলিয়া শব্দ করত আপনাদের জয় প্রকাশ আরম্ভ করিলে, যেমন নীহার মধ্য হইতে ভাস্কর উদিত হন তাহার ন্যায়, রণস্থল হইতে ধ্রুবের রথ উত্থিত হইল ॥ ১২ ॥

ধনুর্বিস্ফূর্জয়ন্নুগ্রং দ্বিষতাং খেদমুদ্বহন্। অস্ত্রৌঘং ব্যধমদ্বাণৈ র্ঘনানীকমিবানিলঃ ॥ ১৩ ॥
তস্য তে চাপনির্মুক্তা ভিত্ত্বা বর্ম্মাণি রক্ষসাং। কায়ানাবিবিশুস্তিগ্মা গিরীনশনয়ো যথা ॥ ১৪ ॥
ভল্লৈঃ সংছিদ্যমানানাং শিরোভিশ্চারুকুণ্ডলৈঃ। উরুভি র্হেমতালাভৈ র্দোর্ভি র্বলয়বল্গুভিঃ।
হার কেয়ূর মুকুটৈরুষ্ণীষৈশ্চ মহাধনৈঃ। আস্তৃতা স্তা রণভুবো রেজু র্বীরমনোহরাঃ ॥ ১৫ ॥
হতাবশিষ্টা ইতরে রণাজিরাদ্রক্ষোগণাঃ ক্ষত্রিয়বর্য্যশায়কৈঃ।
প্রায়ো বিবৃক্নাবয়বা বিদুদ্রুবু র্মৃগেন্দ্রবিদ্রাবিতযূথপা ইব ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বর্ম্মাণি কবচানি ॥ ১৪ ॥
শিরঃ প্রমুখৈরাস্তৃতাঃ প্রকীর্ণা রেজুরিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥
প্রায়ো বাহুল্যেন বিবৃক্নাঃ সংছিন্না অবয়বা যেষাং ॥ ১৬ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ভল্লৈরিতি যুগ্মকং ॥ ১৫ ॥
ক্রীড়িতা ইত্যত্র দ্রাবিতা ইতি ক্বচিৎ ॥ ১৬। ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ব্যধমৎ সংচূর্ণয়ামাস ॥ ১৩ ॥
গিরীনশনয়ো যথেতি আসারেণ যথা গিরিরিতি দৃষ্টান্তাভ্যাং যক্ষাণাং শরাঃ ধ্রুবস্যাকিঞ্চিৎকরাঃ প্রত্যুতোৎসাহবর্দ্ধকা এব যথা ধারা সংপাতেন গিরয়ঃ ক্ষালিতমলা উদ্দীপ্তা এব ভবন্তি ধ্রুবস্য শরাস্তু যক্ষাণাং প্রাণাপহারিণ এব যথা অশনিভির্গিরয়ো বিদীর্য্যন্তে এবেতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১৪ ॥
আস্তৃতা আচ্ছন্নাঃ ॥ ১৫। ১৬ ॥

তিনি আপনার উগ্র ধনুঃ বিস্ফূর্জিত করিয়া শত্রুদিগের খেদ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; পরে বায়ু যেমন মেঘ রূপ সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় তাহার ন্যায়, আপনার বাণ দ্বারা বিপক্ষ পক্ষের অস্ত্র সমূহ চূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৩ ॥

তাঁহার ধনু নির্মুক্ত বাণ সকল রাক্ষসদিগের কবচ বিদীর্ণ করিয়া বজ্র যেমন পর্ব্বত মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহার ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

হে বীর! ভল্ল অস্ত্র দ্বারা যক্ষগণ ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে তাহাদের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক, স্বর্ণময় তাল তরু তুল্য উরু এবং বলয় ভূষিত বাহু সকলে তথা মহামূল্য হার কেয়ূর মুকুট উষ্ণীষে সেই রণ ভূমি আকীর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল অর্থাৎ ঐ সকল দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র অতি মনোহর হইল ॥ ১৫ ॥

হে ক্ষত্রিয়বর্য্য বিদুর! এই রূপে ধ্রুবের শর প্রহার দ্বারা অধিকাংশ যক্ষ ও রক্ষঃ হত হইল, অবশিষ্ট ব্যক্তিদেরও অবয়ব বাণাঘাতে বাহুল্য রূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, অতএব সিংহ কর্ত্তৃক বিদারিত হইয়া যূথপতি হস্তী যেমন পলায়ন করে তাহার ন্যায়, তাহারা ভয়ে পলায়ন পরায়ণ হইল ॥ ১৬ ॥

অপশ্যমানঃ স তদাততায়িনং মহামৃধে কঞ্চনমানবোত্তমঃ।
পুরীং দিদৃক্ষন্নপি নাবিশদ্দ্বিষাং ন মায়িনাং বেদ চিকীর্ষিতং জনঃ ॥ ১৭ ॥
ইতি ব্রুবংশ্চিত্ররথঃ স্বসারথিং যত্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশঙ্কিতঃ।
শুশ্রাব শব্দং জলধেরিবেরিতং নভস্বতো দিক্ষু রজোঽন্বদৃশ্যত ॥ ১৮ ॥
ক্ষণেনাচ্ছাদিতং ব্যোম ঘনানীকেন সর্ব্বতঃ। বিস্ফূর্জদ্ভিড়িতা দিক্ষু ত্রাসয়ৎ স্তনয়িত্নুনা ॥ ১৯ ॥
ববৃষূ রুধিরৌঘাস্থক্ পূয়বিণ্মূত্র মেদসঃ। নিপেতু র্গগনাদস্য কবন্ধান্যগ্রতোঽনঘ ॥ ২০ ॥
ততঃ খে দৃশ্যত গিরির্নিপেতুঃ সর্ব্বতো দিশং। গদা পরিঘ নিস্ত্রিংশ মুষলাঃ সাশ্মবর্ষিণঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

আততায়িনং শস্ত্রপাণিং ॥ ১৭ ॥
ইতি ব্রুবন্নিত্যত্রাপি নমায়িনামিত্যাদে রন্বয়ঃ চিত্ররথো ধ্রুবঃ। যত্তঃ যত্নবান্। প্রতিযোগঃ পুনরুদ্যোগঃ তস্মাচ্ছঙ্কিতঃ। নভস্বতো বায়োর্হেতোঃ ॥ ১৮ ॥
বিস্ফূর্জদ্ভিড়িতো যস্মিন্ তেন ত্রাসয়ন্তঃ স্তনয়িত্নবোঽশনয়ো যস্মিন্ ॥ ১৯ ॥
ববৃষু র্নিপেতুরিত্যর্থঃ। ন সৃজতি শরীরমিত্যস্থগিহ শ্লেষ্মাদি। মেদসঃ পুংস্ত্বমার্ষং। মেদাংসি অস্যাগ্রতো নিপেতুঃ ॥ ২০ ॥
সাশ্মবর্ষিণঃ অশ্ম সহিতং যদ্বর্ষং তদ্বন্তঃ ॥ ২১ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

চিত্ররথ স্তন্নামা ধ্রুবঃ ব্যদৃশ্যতেতি তু গৌড়পাঠঃ ॥ ১৮ ॥
ক্ষণেন ছুরিতমিতি চিৎসুখঃ ॥ ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

আততায়িনং শস্ত্রপাণিং ॥ ১৭ ॥
ইতি ন মায়িনামিতি বাক্যং ব্রুবন্ চিত্ররথো ধ্রুবঃ। অনু অনন্তরং নভস্বতো হেতোর্দিক্ষু রজঃ ॥ ১৮। ১৯ ॥
ন সৃজতি শরীরমিত্যস্থক্ শ্লেষ্মাদি মেদসঃ পুংস্ত্বমার্ষং মেদাংসি ববৃষুর্মেঘা ইতি শেষঃ। অস্য ধ্রুবস্যাগ্রতঃ ॥ ২০ ॥
সাশ্মবর্ষিণঃ অশ্মবর্ষিভিঃ পুরুষৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ ॥ ২১। ২২ ॥

অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে শস্ত্রহস্ত এক প্রাণীও দৃষ্ট না হওয়াতে যদিও মানবোত্তম ধ্রুবের ইচ্ছা হইল বিপক্ষদিগের পুরী দর্শন করিয়া আসি, তথাপি সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন না, কারণ মায়াবিদিগের কি করিতে মানস সহসা তাহা মনুষ্যের বোধ গম্য হয় না ॥ ১৭ ॥

ফলতঃ তিনি ঐ কথা অর্থাৎ "মায়াবিদিগের কি করিতে মানস সহসা তাহা লোকের বোধগম্য হয় না" আপনার সারথিকে বলিয়া মনে মনে এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, বৈরিগণ পুনর্ব্বার উদ্যোগ করিবে না কি?। তাহার পর জলধির ধ্বনির তুল্য গভীর শব্দ তাঁহার কর্ণ গোচর হইল এবং বায়ু হেতুক সকল দিক্ ধূলিধূসরিত দেখা গেল ॥ ১৮ ॥

ক্ষণকাল মধ্যেই ঘনাবলী চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। ঐ মেঘে বিদ্যুৎ সকল বিস্ফুরিত এবং ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাতের ধ্বনি হইতেছিল ॥ ১৯ ॥

হে নিষ্পাপ বিদুর! তাহার পরেই মহাত্মা ধ্রুবের সম্মুখে রুধির শ্লেষ্মা পূয় বিষ্ঠা মূত্র মেদঃ বর্ষণ হইতে লাগিল এবং বহু বহু কবন্ধ অর্থাৎ মস্তক হীন দেহ পতিত হইল ॥ ২০ ॥

তদনন্তর গগন মণ্ডলে একটা বৃহৎ পর্ব্বত দৃষ্ট হইল এবং সকল দিক্ হইতে পাষাণ বর্ষণ সহিত গদা পরিঘ নিস্ত্রিংশ এবং মুষল বৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

অহয়োশনিনিশ্বাসা বমন্তোঽগ্নিং রুষাক্ষিভিঃ। অভ্যধাবন্ গজা মত্তাঃ সিংহ ব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ।
সমুদ্র ঊর্ম্মিভি র্ভীমঃ প্লাবয়ন্ সর্ব্বতো ভুবং। আসসাদ মহাহ্রাদঃ কল্পান্ত ইব ভীষণঃ ॥ ২২ ॥
এবং বিধান্যনেকানি ত্রাসনান্যমনস্বিনাং। সসৃজু স্তিগ্ম গতয় আসুর্য্যা মায়য়াসুরাঃ ॥ ২৩ ॥
ধ্রুবে প্রযুক্তামসুরৈ স্তাং মায়ামতি দুস্তরাং। নিশম্য তস্য মুনয়ঃ শমাশংসন্ সমাগতাঃ ॥ ২৪ ॥
ঔত্তানপাদ ভগবাংস্তব শার্ঙ্গধন্বা দেবঃ ক্ষিণোত্বনতার্ত্তিহরো বিপক্ষান্।
যন্নামধেয়মভিধায় নিশম্য বাদ্ধা লোকোঞ্জসা তরতি দুস্তরমঙ্গ মৃত্যুং ॥ ২৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুব চরিতে যক্ষমায়াধানং দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

শ্রীধরস্বামী।

অশনিবন্নিশ্বাসা যেষাং ॥ ২২ ॥
ত্রাসনানি ভয়ঙ্করাণি। তিগ্মা ক্রূরা গতিঃ প্রবৃত্তির্যেষাং অসুর রাক্ষসাদিশব্দৈরদূরান্তরত্বেন যক্ষাএব উচ্যন্তে ॥ ২৩ ॥
তস্য শং কল্যাণং আশংসন্ প্রার্থিতবন্তঃ ॥ ২৪ ॥
তব বিপক্ষান্ শত্রূন্ নাশয়তু অদ্ধা সাক্ষাৎ অঞ্জসা সুখেনৈব মৃত্যুং তরতি ॥ ২৫ ॥
॥ * ॥ ইতি চতুর্থে দশমঃ ॥ * ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ধ্রুবে ইতি। সমাশংসন্নিতি চিৎসুখঃ। জয়মিতি শেষঃ ॥ ২৪। ২৫ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামি কৃত ক্রমসন্দর্ভস্য দশমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অমনস্বিনাং শৌর্য্যশূন্যানাং অসুরা অসুরতুল্যাঃ ॥ ২৩। ২৪ ॥
মৃত্যুং তরতি কিং যক্ষমায়াং ত্বং ন তরিষ্যসীতি নারায়ণাস্ত্রং স্মারয়ামাসুঃ ॥ ২৫ ॥
॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। চতুর্থে দশমোধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

আর বহু বহু সর্প অশনি তুল্য ভয়ঙ্কর নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রোষ বশতঃ নয়ন দ্বারা অগ্নি বমন করিতে আরম্ভ করিল এবং সিংহ ব্যাঘ্র হস্তি সকল মত্ত হইয়া যূথে যূথে ইতস্তত ধাবমান হইল। অপর সমুদ্র প্রবল তরঙ্গে সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল এবং পুনঃ পুনঃ উচ্ছলিত হইয়া সকল দিকের ভূমি জলপ্লাবিত করিল, আর প্রলয়ের ন্যায় গভীর নির্ঘাত শব্দ হইতে লাগিল ॥ ২২ ॥

বিদুর! যক্ষ সকল ক্রূর চেষ্টান্বিত, তাহারা আসুরী মায়া দ্বারা এবম্বিধ বিবিধ উৎপাত সৃজন করিতে থাকিল, কিন্তু ঐ সকল উৎপাতে শৌর্য্য শূন্য ব্যক্তিমাত্রেরই ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥

যক্ষ সকল ধ্রুবের প্রতি ঐ প্রকার দুস্তর মায়া বিস্তার করিলে, ঋষিগণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং কল্যাণ প্রার্থনা করিতে করিতে কহিলেন ॥ ২৪ ॥

অহে উত্তানপাদ তনয়! যে ভগবান্ শার্ঙ্গধন্বা হরি প্রণত জনের আর্ত্তি হারী, তিনি তোমার বৈরি কুলকে নির্ম্মূল করুন। বৎস! সেই ভগবানের নাম শ্রবণ করিলে দুস্তর মৃত্যু হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৫ ॥

॥ * ॥ ইতি চতুর্থে দশম ॥ * ॥